daily sun

22 July 2012

P 5

Passive smoking and its health hazards

PROF M KARIM KHAN

Smoking is always injurious to health. There is no benefit of smoking, but unfortunately smoking could not be stopped yet.

There are two types of smoking. Direct and indirect. Indirect smoking means passive smoking. Suppose, if a husband is in habit of smoking, while he smokes inside house, his wife and children inhales smoke passively and suffers from similar type of health hazards.

About 3800 components in tobacco smoke are harmful to health and many of them are responsible to cause cancer.

Children of parents who smoke have more respiratory infections, more hospitalisations for bronchitis and pneumonia, and a smaller rate of increase in lung function compared to children of parents who do not smoke, particularly during the first year of their life.

The acute health effects among healthy adults exposed to passive smoking include headaches, nausea, irritation of eyes and nasal mucous membranes. In the long run because of repeated, rather to say continuous exposure to passive tobacco, smoke may produce chronic obstructive lung diseases and eventually lung cancer.

Pregnant women exposed to passive smoking may have problematic child, namely premature low birth weight baby, respiratory distress, congenital anomaly etc.

According to a study as many as 5000 nonsmokers are estimated to die annually from lung cancer as a result of exposure to passive smoking. There is great potential for prevention of these premature deaths. The two major preventive actions are (a) eliminating the source by reducing the amount of direct smoking and (b) limiting the level of exposure by restricting where tobacco can be smoked.

Specific preventive actions include smoking cessation, smoking prevention, restriction of advertising, increased taxation on tobacco, and adoption of stringent nonsmoking policies at workplace and public places.

Please help you and your family members by stopping tobacco smoking just from right now.

The writer is Professor of Pediatrics, CBMCB, Mymensingh.

দৈনিক ইত্তেফাক

22 July 2012

P 11

বর্ষায় গবাদিপশুর তড়কা ও ক্ষুরা রোগ

• কৃষিবিদ মশিউর রহমান •

তড়কা রোগ: গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে তড়কা রোগ হয়ে থাকে। বর্ষাকালের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে এ রোগ বেশি হয়। গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়ার এ রোগ হয়ে থাকে।

তড়কা রোগের লক্ষণ: ১. দেহের লোম খাঁড়া হয়ে যায়, ২. দেহের তাপমাত্রা ১০৬ থেকে ১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়, ৩. দেহে কাঁপুনি ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়, ৪. নাক, মুখ ও মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে, ৫. পাতলা ও কালো পায়খানা হয়, ৬. ঘাড়ের পেছনে চামড়ার নিচে তরল পদার্থ জমে ফুলে ওঠে, ৭. ক্ষুধামন্দা, পেটফাঁপা ও পেটের ব্যথা হয়, ৮. লক্ষণ প্রকাশের ১ থেকে ৩ দিনের মধ্যে পশু ঢলে পড়ে এবং মারা যায়, ৯. মৃত্যুর সাথে সাথে পেট ফুলে ওঠে এবং রক্ত জমাট বাঁধে না।

প্রতিরোধ: ১. প্রথমে ৬ মাস বয়সে পশুকে টিকা দিতে হবে। পরে প্রতি বছর বয়সে একবার করে টিকা দিতে হবে, ২. সুস্থ পশুকে পৃথক রাখতে হবে, ৩. পশুর মল, রক্ত ও মৃতদেহ মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে, ৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবাণুমুক্ত শুকনো স্থানে লালন-পালন করতে হবে।

চিকিৎসা: পেনিসিলিন/রাইপেন ভেট/জেনাসিন ভেট/এম্পিসিন ভেট ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়াও স্ট্রেপটোমাইসিন/এন্টিহিস্টামিন ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

ক্ষুরা রোগ: পিকরনা নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। জোড়া ক্ষুরবিশিষ্ট পশু যেমন গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদি পশুর এ রোগ হয়। বর্ষার স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে এ রোগের বৃদ্ধি বেশি পরিলক্ষিত হয়।

ক্ষুরা রোগের লক্ষণ: ১. মুখে, জিহ্বায় ও ক্ষুরে ফোস্কা পড়ে, ২. ফোস্কা ফেটে ঘা হয়, ৩. নাক ও মুখ দিয়ে লালা ঝরে, ৪. পশু খুঁড়িয়ে হাঁটে, ৫. পশু শক্ত কিছু খেতে পারে না, ৬. ওলানের বাঁট ক্ষত ও দুর্গন্ধ হয় এবং কম করে, ৭. ক্রমে পায়ের ক্ষুর খসে পড়ে, ৮. পশু দুর্বল হয়ে পড়ে, ৯. দেহের তাপমাত্রা বাড়ে ও ১০. গাভীর দুধ কমে যায়।

প্রতিরোধ: তড়কা রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চিকিৎসা: ১. হালকা গরম পানির সাথে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে ক্ষতস্থানে দৈনিক ২ থেকে ৩ বার ধুয়ে দিতে হবে, ২. সোহাগা (বোরাক্স) বা বরিক পাউডার মধু বা গ্লিসারিনের সাথে মিশিয়ে ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে, ৩. পশুকে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন (প্রোনেপেন/এসপিভেট/ডায়াডেট/সুমিডভেট/জেনসিনভেট) দিতে হবে, ৪. জ্বর কমানোর জন্য ডিক্লোভেট খাওয়াতে হবে, ৫. নারকেল তেল ও তারপিন তেল ৪: ১ অনুপাতে মিশিয়ে ক্ষতে লাগাতে হবে, ৬. পশুকে নরম খাদ্য খাওয়াতে হবে।

সাবধানতা: কাদামাটি বা পানিতে পশুকে রাখা যাবে না এবং খোলকা পাতা দিয়ে ক্ষতস্থান ঘষা যাবে না।

কালের কণ্ঠ
22 July 2012
P 20

ডাব্লিউএইচওর 'হ্যাঁ'

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▶

এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা লোকদের জন্য প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক ওষুধ কম্পানি জিলিড সায়েন্সেসের তৈরি এইচআইভি প্রতিরোধক ওষুধ ট্রুভাডা গত শুক্রবার এই অনুমোদন পেয়েছে। ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেওয়ার জন্য ধনী-গরিব সব দেশকে এ-সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ডাব্লিউএইচও।

যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য ও ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) থেকে অনুমোদন পাওয়ার চার দিন পর ডাব্লিউএইচওর স্বীকৃতি পেল ট্রুভাডা। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই ট্রুভাডা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ট্রুভাডার মাধ্যমে এবারই প্রথমবারের মতো এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে কোনো ওষুধ ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হলো। এইচআইভি সংক্রমণ হয়নি, কিন্তু এইডস আক্রান্ত লোকদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক আছে—এমন নারী ও পুরুষদের জন্য প্রতিষেধক হিসেবে ট্রুভাডা ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে ডাব্লিউএইচও জানায়, যেসব দেশ এইচআইভি প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহারে আগ্রহী, ছোট ছোট প্রকল্প হাতে নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা তৈরির পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তাদের। এর মাধ্যমে ওষুধের সম্ভাব্য গুণাগুণ সম্পর্কেও ধারণা তৈরি হবে। আন্তর্জাতিক গবেষণায় এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ট্রুভাডার কার্যকারিতার ভালো প্রমাণ পাওয়া গেছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করে ডাব্লিউএইচও।

ডাব্লিউএইচওর মুখপাত্র সারাহ রাসেল জানান, ডাব্লিউএইচও প্রতিষেধক নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারে না। কিন্তু ট্রুভাডার মতো এ রকম আরো ওষুধ তৈরি হওয়া দরকার। তিনি বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস, জিলিড ট্রুভাডার বাৎসরিক খরচ জনপ্রতি ১০০ ডলারে নামিয়ে নিয়ে আসবে।' বর্তমানে কোনো ব্যক্তির এক বছরের ট্রুভাডা ব্যবহারের খরচ প্রায় ১৪ হাজার ডলার পড়ে। সূত্র : রয়টার্স।